241

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR ... 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

হাইকোর্টের নির্দেশে ১৩২ জন মডেল কলেজ ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মতিঝিল মডেল কলেজের মানবিক বিভাগের ১৩২ জন পরীক্ষার্থিনী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তবে সরকারের কোন দয়াদাক্ষিণ্য বা বোর্ডের কোন বিশেষ ক্ষমতায় তারা এ সুযোগ পায়নি। হাই কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই তারা সবাই যথানিয়মে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড তাদের পরীক্ষা গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। আজ বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এই ১৩২ জন ছাত্রী পরীক্ষা দেবে এবং তাদের পঠিত সিলেবাস অনুযায়ীই তারা সকল পরীক্ষা দিতে পারবে। গতরাতেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের প্রবেশপত্র মতিঝিল মডেল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছে। কলেজ প্রিন্সিপালের ভুলের কারণে নতুন সিলেবাসের বিষয় সংক্রান্ত জটিলতায় এই ১৩২ ছাত্রীর পরীক্ষা দেয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ড তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে প্রবেশপত্র ইস্যুতেও অপারগতা প্রকাশ করে। এ অবস্থায় ঐসব ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ধরনা দিয়েও ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবত তারা নানা আন্দোলন-সংগ্রাম, কলেজ অবরোধ, অনশন ইত্যাদি পালনের পর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছেও মানবিক কারণে তাদের পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করলে প্রধানমন্ত্রীও তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও মানবিক কারণে তাদের পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আহবান জানান। কিন্তু সরকার সকল আবেদন প্রত্যাখ্যান করে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে অবশেষে ছাত্রীদের পক্ষে একজন ছাত্রী গত পরশু হাই কোর্টে রীট করলে গতকাল কোর্ট তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে বোর্ডকে নির্দেশ দেয় এবং অন্যের ভুলের জন্য এই নিরপরাধ ছাত্রীদের অহেতুক শাস্তি দিয়ে তাদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস না করে ভবিষ্যৎ রক্ষার পক্ষে মত দেয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে ৪ ছাত্রীর প্রবেশপত্র সরবরাহ করায় হাই কোর্ট অবশিষ্ট ১২৮ ছাত্রীর প্রবেশপত্র সরবরাহ করে তাদের পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেয়ায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ড তা পালন করে। বদরুন্নেছা কলেজ কেন্দ্রে ১৩২ জন ছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ শরীফুল্লাহ জানান। কলেজ কর্তৃপক্ষ এডমিট কার্ড রাত ১০টার পর বিতরণের ব্যবস্থা করেছে বলে কলেজের প্রিন্সিপাল এ এ এম তালিবুর রহমান জানান। আজ সকালেও এডমিট কার্ড বিতরণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

হাইকোর্টের নির্দেশে ১৩২ জন মডেল কলেজ ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে এডভোকেট রুহুল কুদ্দুস কাজল স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিচারপতি সাইফুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের মানবিক বিভাগের ১২৮ জন ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন তথ্য ফরমের বিবরণী অনুযায়ী গঠিত বিষয়ের উপর আজ থেকে শুরু এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত একই সাথে ঐ ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করাকে কেন অবৈধ, আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না- এই মর্মে প্রতিপক্ষের প্রতি রুলনিশি জারি করেছেন। হাইকোর্টে রুলনিশি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ফলাফল প্রকাশ না করার জন্যও বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলেছেন। এই আদেশের ফলে ছাত্রীরা তাদের ইতোপূর্বে পঠিত বিষয়ের উপর পরীক্ষা দিতে পারছে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ মতিঝিল মডেল কলেজের ছাত্রীদের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট মির্জা হোসেন হায়দার, এডভোকেট রুহুল কুদ্দুস কাজল ও এডভোকেট নাহিদা আঞ্জুম কণা। সরকার পক্ষে ছিলেন এটর্নী জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, মাহবুবে আলম, শাহাবুদ্দিন আহমদ, বজলুর রহমান ছানা প্রমুখ।

মামলার আদেশের পর খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আদালত আইনের পাশাপাশি যে ছাত্রীদের মানবিক দিকটি লক্ষ্য করেছেন এজন্য তিনি খুশি।

হাই কোর্টের রায়ের মাধ্যমে ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে গতকাল বিকেলে মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এলাকায় স্বস্তি ফিরে আসে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী ও সকল শ্রেণীর অভিভাবকদের মধ্যে উৎফুল্লতা পরিলক্ষিত হয়েছে। হাই কোর্টের রায় সন্ধ্যা ৬টায় কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছলেও বেলা সাড়ে ৩ টায় আদালতের রায়ের খবর কলেজ এলাকায় পৌঁছে যায়। কলেজের প্রিন্সিপাল তার নিজ কক্ষে অবস্থান করে দীর্ঘ চেষ্টার পর বিকেল ৫টার দিকে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে টেলিফোনে পান এবং এডমিট কার্ড পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে রাত ১০টায় ছাত্রীদের মধ্যে এডমিট কার্ড বিতরণের সিদ্ধান্ত জানান।

হাই কোর্টের রায় শুনে ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ কলেজে এসে খোঁজখবর নিতে আসেন। এ সময় পরীক্ষার্থিনী শামসুন নাহার আসমা বেগম, সাদিয়া আফরীন এবং মরিয়ম আক্তারের সাথে কথা হয়। পরীক্ষা দেয়ার পক্ষে হাই কোর্টের নির্দেশ পেয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কি জানতে চাওয়া হলে তারা প্রায় সমস্বরেই বলেন, 'খুব ভাল লাগছে কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হবে নতুন করে। সময় মাত্র এক রাত।' প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

ছাত্রী, অভিভাবক সমন্বয় প্রতিবাদ কমিটির আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ হাই কোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, তিনি আনন্দিত। তাদের আন্দোলনে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, যে বিষয়ে আন্দোলন করেছেন তা হাসিল হয়েছে। তবে ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা এবং পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের কমিটির অস্তিত্ব থাকবে। তিনি বলেন, ছাত্রীদের পরীক্ষার বিষয়ে প্রিন্সিপালের সাথে অভিভাবকদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। মেয়েদের চিন্তায় তারা আন্দোলন করেছেন। ভাঙচুরের বিষয়ে যে মামলা হয়েছে তা প্রিন্সিপাল সাহেব প্রত্যাহার করে নিবেন এটাই প্রত্যাশা।

প্রিন্সিপাল এএএম তালেবুর রহমান তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, পরীক্ষা দিতে পারার সংবাদে তিনি খুশি হয়েছেন। এডমিট কার্ড বিতরণ করার পর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হবে। উপস্থিত কলেজ কমিটির ২/৩ জন সদস্য তাদের উৎফুল্লতা প্রকাশ করেন। মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, এ বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।